

৬০ বছরে পা আনন্দের বন্যা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে

০১৬ ৫ আশ্বিন ১৪২৩



বর্ষপূর্তি

এ বারের ঈদুল অলোক সভক দুই হওয়ার খবর সব এই খবর অনুযায়ী ৭ সারাদেশে ৮৮টি সভক জন (প্রথম আলো, ১ রিপোর্ট অনুযায়ী (১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিহত ৩ তারিখে নিহত হয়েছেন ১৬৫ জন। ধরে নেওয়া সংখ্যা বেড়েই চলবে। ২ শুধু ঈদের সময় ঘটল, প্রত্যেক দিনই বাংলাদেশে

■ শৈবাল আচার্য্য, চট্টগ্রাম ব্যুরো
শেষ হলো অপেক্ষার পালা- আজ মঙ্গলবার ৬০ বছরে পা রাখল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক)। ১৯৫৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এ কলেজের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। এরপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ চমেক দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি মেডিকেল কলেজ।
৬০ বছরে পা রাখার এই গৌরবান্বিত আনন্দ মুহূর্তটিকে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল আরও কয়েক মাস আগেই। প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের পাশাপাশি চমেকের বর্ষপূর্তি একযোগে নিউইয়র্ক, কানাডার টরেন্টো, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রায় অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বর্তমান ও সাবেক প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেবেন বলে আশা করছেন আয়োজকরা। 'শেকড়ের টানে প্রিয় প্রাপ্তগণ'- এ স্লোগানে এবার 'সিএমসি ডে ২০১৬' শীর্ষক অনুষ্ঠান উপলক্ষে

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

১৯৫৭ সালে চমেক উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তার সঙ্গে ছিলে

আনন্দের বন্যা চট্টগ্রাম

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও আশপাশের এলাকা বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজক ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সমকালকে বলেন, 'অনেক ইতিহাস ও গৌরবের সাক্ষী এই মেডিকেল কলেজ। কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে অনেকে সুনামের সঙ্গে দেশ-বিদেশের নামি-দামি হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। নানা সংকট ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কলেজটি দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ছয় দশক পূর্তিতে আমরা দুই দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। প্রথমবারের মতো এবার বর্ণাঢ্যভাবে পূর্তি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে।'

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয়কারী ডা. ফয়সাল ইকবাল বলেন, 'ভালো মানের চিকিৎসক তৈরির পাশাপাশি কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতির দুঃসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রথম বারের মতো বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান একযোগে নিউইয়র্ক, কানাডার টরেন্টো, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে ঢাকা ও খুলনায়ও ছয় দশক পূর্তি অনুষ্ঠান হবে।' গত ১৬ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের রিয়াদে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও চিকিৎসক-শিক্ষকরা জমকালো অনুষ্ঠানে বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছেন বলেও জানান তিনি।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ছয় দশকে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ক্যাম্পাস থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় কাটা হবে ৬০ কেজি ওজনের কেক। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে আলোচনা অনুষ্ঠান। পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হবে সাত গুণীজনের হাতে। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে আড্ডা আর স্মৃতিচারণ। দুপুর ও রাতে আয়োজন করা হয়েছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান। সঙ্গীতানুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্রসহ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এ আনন্দযজ্ঞ। এর আগে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাত ১২টা ১ মিনিটে ৬০টি আতশবাজি ও ফানুস ওড়ানোর মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। রোপণ করা হয় চারাগাছ। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাস 'ক্লিন ও গ্রিন' কর্মসূচি পালন করেন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী-শিক্ষক-চিকিৎসকরা।